সংবাদ

তারিখ 15 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

অন্য নামে নোট-গাইড বই বিক্রি বন্ধ করুন

শিক্ষক সমিতিও এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত

'সৃজনশীল বইয়ের অনুশীলনী' এই নামে বিক্রি হচ্ছে নোট-গাইড বই। আইনানুযায়ী প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের নোট-গাইড মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিক্রয় এবং বিতরণ নিষিদ্ধ থাকলেও কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এ অবৈধ কাজটি।

কারণ এ কাজে টাকার বিনিময়ে সহায়তা করছে এক শ্রেণীর শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং শিক্ষক নেতারা। এ শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব নোট-গাইডের চাহিদা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। প্রতারিত হচ্ছেন অভিভাবকরা। শিক্ষা গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নোট-গাইড বা অনুশীলন বই শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটায় না।

সহযোগী দৈনিক এ সম্পর্কিত খবরটি গত রোববার পরিবেশন করে প্রশ্ন রেখেছে তাহলে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়া, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু এবং নোট-গাইড নিষিদ্ধে আদালতের রায়ের পরিণতি কী হবে? অথচ এসবের মূল লক্ষ্যই ছিল শিক্ষার মৌলিক মান উন্নয়ন করা। এসব সত্যিকার অর্থেই ভেস্তে যাচ্ছে নোট-গাইড বইয়ের ব্যাপক ব্যবহারে।

প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট-গাইড নিষিদ্ধের প্রথম আইনটি জাতীয় সংসদ করে ১৯৮০ সালে। ওই আইন চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি আদালতে রিট আবেদন করেছিল। ওই মামলায়ও চূড়ান্তভাবে হেরে যায় সমিতি। তারপরও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের বই প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, নোট-গাইড বই বিপণনের বড় মাধ্যম হলো একশ্রেণীর শিক্ষক এবং তাদের সমিতি। আমরা শিক্ষকদের এ ভূমিকার নিন্দা করছি। একশ্রেণী শিক্ষক এবং তাদের সমিতির এ ভূমিকা প্রমাণ করছে যে তারা আদৌ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের কাজটি করছেন না এবং করবেন না। নোট-গাইডের ব্যবসাই তাদের প্রধান কাজ। এদের কি করে আমরা শিক্ষক বলব?

শিক্ষক সমিতি এবং নেতারা নোট-গাইড বইয়ের প্রকাশকদের সঙ্গে চুক্তি করে। সে অনুযায়ী নির্দিষ্টসংখ্যক বই বিক্রির পর বাড়তি বই বিক্রি করে দেয়ার কমিশন নেয় বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় জেলা ও উপজেলা কমিটি। কোন স্তরের সংগঠন কমিশনের ভাগাভাগি টাকা কত পাবে তা এদের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ধারণ করে দেয়। শিক্ষক সমিতির নেতারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাদের অনুসারী শিক্ষকদের চুক্তিবদ্ধ প্রকাশনা সংস্থার বই কিনতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার পরামর্শ দেয়। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের কী কী এবং কার কার গাইড বই কেনার পরামর্শ দেয় তবে তাদের এবং অভিভাবকদের পক্ষে সেই বই না কিনে আর কোন উপায় আছে কী? কোমলমতি শিক্ষার্থীরা অবশ্যই শিক্ষকদের নির্দেশ মেনে চলবে। এভাবে নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের বেআইনি বিপণন ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে। অর্থাৎ শিক্ষকরা ছাত্র এবং অভিভাবকদের রীতিমতো ব্ল্যাকমেইল করছেন।

আরও বিস্ময়কর হলো, নোট-গাইড বইয়ের প্রকাশকরা আবার শিক্ষক সমিতির উপদেষ্টা পর্যন্ত নির্বাচিত হচ্ছেন। এটাও বা কী করে সম্ভব। বই ব্যবসায়ী শিক্ষক সমিতির উপদেষ্টা হচ্ছেন শিক্ষক না হয়েও। এ থেকে বোঝা যায়, শিক্ষকদের একটি অংশ কত গভীরভাবে এই অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

এটা ঠিক ১৯৮০ সালে নিষিদ্ধ হলেও আজ পর্যন্ত নোট-গাইড বইয়ের ব্যবসা রমরমা। এর মধ্যে একের পর এক সরকার বদলেছে। কিন্তু বদলায়নি নোট-গাইড বইয়ের প্রসারিত ব্যবসা। এ সম্পর্কে প্রশাসনেরও কি প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা রয়েছে? কারণ গাইড বইয়ের ব্যবসা তো সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের নাকের ডগাতেই প্রকাশ্যে হচ্ছে। দস্তুরমতো প্রিন্ট ও বৈদ্যুতিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে।

যদি স্থানীয় প্রশাসন চায় নিষিদ্ধ নোট-গাইড বই বিক্রি করতে দেয়া হবে না তবে তো তা এক মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হচ্ছে না। ধারণা করা যায়, প্রকাশকদের সঙ্গে এই অবৈধ ব্যবসায় প্রশাসনও টপ টু বটম যুক্ত রয়েছে।

বর্তমান সরকার যদি সত্যি সত্যি তার প্রগ্রসর শিক্ষানীতির উদ্যোগগুলো, সৃজনশীল পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে চায়, তাহলে তাকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে নোট-গাইড বই নিষিদ্ধ হওয়ার আইনটি সরকারকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বিষয়টি কঠিন হলেও শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটাতে এবং অভিভাবকদের আর্থিক ক্ষতি ঠেকাতে সরকার কতখানি আন্তরিক হবেন তার ওপরেই নির্ভর করছে এর সাফল্য।